MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

The Politics of Climate Change and International Agreements
জলবায়ু পরিবর্তনের রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি

Santana Sau

Former Student, Dept. of Political Science
Burdwan University, West Bengal, India
Email: ssau72935@gmail.com
Page No: 171-174

Abstract: *In this research paper on the politics of climate change and international climate agreements, I have attempted to highlight the current global climate scenario. Since the Second World War, environmental pollution has intensified due to nuclear warfare and weapons testing, causing atmospheric CO_2 levels to rise far beyond standard limits. Consequently, the surge in green-house gases has escalated global warming. Furthermore, widespread deforestation to make way for massive infrastructure has triggered extreme weather anomalies, causing excessive rainfall in some regions and severe droughts in others. This has pushed the global environment to a critical tipping point, disrupting ecological balance and depleting biodiversity. Countless flora and fauna have already gone extinct, while numerous others are pushed to the verge of extinction as endangered species. To rescue the environment from this crisis and restore the Earth's vitality and rich biodiversity, the United Nations has identified the root causes of climate change, enacted various regulations, and facilitated treaties binding nations to collective action. For instance, the Conference of the Parties (COP) holds annual summits with specific climate targets. Moreover, the United Nations continues to address these global challenges through seminal frameworks and legislation, including the Environment (Protection) Act (1986), the Earth Summit (1992), and the Paris Agreement (2015).*

Keywords: *Greenhouse gases, Biodiversity, Ecological balance, Critical environmental crisis, Endangered species, Earth Summit, Environment Protection Act.*

Introduction: রাজনীতি বা 'Politics' শব্দটি বহু প্রাচীন একটি শব্দ যার সূত্রপাত প্রাচীন গ্রীস দেশে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সূত্রপাতের শুরু তখন থেকেই, গ্রিক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টোটাল প্রথম রাজনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন, তাই তাকে রাজনীতি বিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। রাজনীতি বিজ্ঞান হল মানবসমাজকে নিয়ে বিশ্লেষণ করা শাস্ত্র, যেহেতু মানুষ এবং সমাজ ও পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তাই রাজনীতি শাস্ত্র সময়ের অগ্রগতিতে পরিবর্তিত সমাজের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কালে রাজনীতি শাস্ত্র শুধু রাষ্ট্র ও তার কার্যাবলী আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে রাজনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হয়েছে। যেমন— সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনীতি শাস্ত্রের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। রাজনীতি শাস্ত্রের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চুক্তি, সন্ধি যুক্ত হয়েছে। দুটি দেশের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে নারীবাদ ও পরিবেশবাদ রাজনীতির আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনীতি শাস্ত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্ব দিয়েছে তা হল জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি। আমার রাজনীতি শাস্ত্রের গবেষণা প্রবন্ধ রচনার বিষয়টি হল 'জলবায়ু পরিবর্তনের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তি'।

সাম্প্রতিককালে রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ আমাদের বিশ্ব পরিবেশকে এক সংকটের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুধু একটি দেশের অর্থনৈতিক, মানবিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি করে না, বরং যুদ্ধ ব্যবহৃত ভয়াবহ অস্ত্র পরিবেশেরও ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে (1939-1945) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যার সমাপ্তি হয়েছিল জাপানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেলা পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা। যে পারমাণবিক অস্ত্র সমগ্র জাপানের পরিবেশকে নষ্ট করে দিয়েছিল। এর পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরীক্ষা শুরু হয়, যাতে তারাও পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু এর ফলে পরিবেশের অবনমন হতে শুরু করে। সারা বিশ্বের এই অস্থিতিকর পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে 1945 সালে 24শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তথা ইউনাইটেডনেশন গঠিত হয়। যার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার ছটি কার্যনির্বাহী সংস্থা 1945 সাল থেকেই কাজ শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্ব দুই পরমাণু শক্তিধর জোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একাধারে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া। দুই শক্তি জোটের মধ্যে 'গরম শান্তি' বা 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' আবহে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে চলেছে। এর ফলে পরিবেশের অবনমনও বেড়ে চলেছে। যেমন — বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ, ও মাটিদূষণ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশুপাখির বিলুপ্তীকরণ ঘটছে. যা ভবিষ্যতের জন্য একটি সমস্যা তৈরি করছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিষয়ে জাতিপুঞ্জ UNFCCC একটি বৈশ্বিকচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের হার এমন অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা যাতে জলবায়ু মানবিক পরিবেশের জন্য তা বিপত্তিকর না হয়। UNFCCC (UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE) বিভিন্ন সম্মেলনে ও জলবায়ু চুক্তির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

Objectives: এই বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প লেখার আমার উদ্দেশ্য গুলি হল—

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় টেকসই উন্নয়নের জন্য সমাধানের পথ খোঁজা এবং নীতি নির্ধারক ও সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা।

গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন, উষ্ণায়ন এবং মেরু বরফ গলার মতো বিষয়গুলোর সাম্প্রতিক তথ্য তুলে ধরে সমাজে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য প্রতিটি দেশের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে অভিযোজন উপশমন কৌশল তৈরি করা যেমন মন্ট্রিল চুক্তি (1987), কিয়োটো চুক্তি (1997), বসুন্ধরা সম্মেলন (1992), রিও+20 (2012) প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি যেমন সৌর ও বায়ুশক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং নীতি নির্ধারকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ যাতে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করে তার জন্য বিভিন্ন পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ চুক্তি স্থাপন করা হয়েছে, যেমন - SALT 1, SALT 2, START 1, START 2 SORT প্রভৃতি।

কোন দেশ যাতে গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা না করতে পারে তার নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, যেমন - NPT, CTBT, PTBT, TTBT প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

Methodology: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাজনীতির গবেষণা পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্য ও সামাজিক তত্ত্বের সমন্বয়ে ঘটানো হয়েছে। এর মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হয় যে কিভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জটিল আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণের জন্য আমি মূলত আমার এই গবেষণা প্রকল্পে গুণগত নীতিবিশ্লেষণ অর্থাৎ দ্বিতীয় ডাটা সংগ্রহ মাধ্যম ব্যবহার করেছি। গুণগত নীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মত দেশের স্থানীয় ও আন্তঃসীমান্ত অভিযোজন নীতির দ্বারা বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Discussion: আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাজনীতি নিয়ে আলোচিত এই গবেষণা প্রকল্পে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা এবং দেশীয় স্বার্থের মধ্যেকার টানাপড়েনকে তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল জলবায়ু সমস্যা দূরীকরণে প্যারিসচুক্তি, ঠান্ডালড়াই এর পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরমাণু পরীক্ষা করতে থাকে। এর ফলে পরিবেশ বিশ্ব উষ্ণায়নের সংকটের মুখে পড়ে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বড় কারণ হলো শিল্প কারখানাগুলো থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন। উন্নয়নশীল দেশগুলো ও বর্তমানে ধনী দেশের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তার দ্বারা শিল্পায়ন করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে তারাও শিল্প কারখানা থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ঘটাচ্ছে।

গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস চুক্তি: গ্রীনহাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড(CO_2), ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC), HFC প্রভৃতি নির্গমন পরিবেশ অবনমনের জন্য অন্যতম দায়ী। যার ফলে বিশ্বউষ্ণায়নের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তার সাথে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাণীয় জলের সংকট তৈরি হচ্ছে। তাই পরিবেশ বাঁচাতে জাতিসংঘ 1992 সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে 'Earth Summit' আয়োজন করেছিল। পরিবেশ সংরক্ষণও টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে 172 টি দেশের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে 21- কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। দোয়েল ও ম্যাকাচেরণের মতে "Agenda-21 এর স্বীকৃতি প্রমাণ দেয় যে পরিবেশ সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং যথার্থ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রয়াস ছাড়া সেটির সুষ্ঠ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়"। এর পরবর্তী কালে আবহাওয়া ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহল 1997 সালে জাপানের কিয়োটো শহরে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ চুক্তি "কিয়োটো প্রোটোকল"। কিন্তু কিয়োটো প্রোটোকল তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে না

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

পারার একটি অন্যতম কারণ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সেটি কার্যকর করতে অস্বীকার করায়। তবে এ কথা কারো অজানা নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বাতাসের গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে সর্বাধিক দায়ী। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে 106 টি দেশ কিয়োটো প্রোটোকলের বাধ্যতামূলক সব প্রয়োগ শর্তাদি মেনে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা 55% গ্লোবাল গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পথ উন্মুক্ত করেছে। জাতিসংঘ রিও-ডি-জেনিরো এবং কিয়োটো প্রোটোকলের হাত ধরে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন তাকে রোধ করার জন্য যে সার্বিক বোঝাপড়া ও ঐক্যমত গড়ে তুলেছে তাকে ফলপ্রসূ করতে নতুন শতাব্দীতে একাধিক কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে জাতিসংঘের প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP) 1995 উল্লেখ করা যায়। COP-1 এর প্রথম আয়োজক দেশ ছিল জার্মানির বার্লিন শহরে। COP-2 (1996) এর আয়োজক দেশ সুইজারল্যান্ড। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত COP এর মোট 30টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। 2026 সালে COP-31 সম্মেলনটি আটলান্টা, তুরস্ক-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো —

বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য গুরুত্ব পূর্ণ ফোরাম হিসাবে কাজ করা।

বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা যৌথভাবে বৈশ্বিক গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বিষয়ে কাজ করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় রাষ্ট্র সমূহের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

ভূতাপীয় উষ্ণতা হ্রাসের চুক্তি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ঠান্ডালড়াই এর প্রেক্ষাপটে বিশ্ব দ্বিমেরু ভিত্তিক হয়ে পড়ে। যেখানে দুই শক্তিধর রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী আমেরিকা এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া নিজেদের আরও শক্তিশালী করে তোলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার দ্বারা। এর সাথে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তানও নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে। যার ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাব জীবকুলের উপর এসে পড়ে। এর জন্য বিভিন্ন অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেমন —

1963 সালে 5th Aug PTBT (Partial Test Ban Treaty) সাক্ষরিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বায়ুমণ্ডল, মহাকাশে, জলের নিচে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা যাবে না। ভারত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল।

NPT অর্থাৎ Nuclear Non Proliferation Treaty হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার মূল উদ্দেশ্য পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করা। পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তি পূর্ণ ব্যবহারে সহায়তা করা এবং বিশ্বকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটি 1968 সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং 1970 সালের থেকে কার্যকর হয়। ভারত এই চুক্তিতে সাক্ষর করে নি।

এছাড়াও পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা ও ব্যবহার রোধে আরও অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে। যেমন - SALT (Strategic Arms Limitation Talks) 1 & 2, 1972 & 1979, START (Strategic Arms Reduction Treaty) 1 & 2, 1991 & 1993, SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty), 2002 And NEW START, 2010.

এই সকল আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্য হলে পরিবেশ সুরক্ষা এবং মানবজাতিকে রক্ষা করা যে সমস্ত কর্মপ্রণালী জলবায়ু পরিবর্তন করে মানবজাতি ও জীবকূলকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায় সেই সব কর্ম প্রণালীর পথে বাধা সৃষ্টি করা এই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর লক্ষ্য।

জলবায়ু ও রাজনীতির বিতর্ক: বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সংকট নয় এটি একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যা, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হলো গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন যা ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। উন্নত দেশগুলো যেমন মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের শিল্পায়নের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে কিন্তু তারা কার্বন নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখানোর ফলে উন্নয়ন শীল দেশ যথা ভারত, বাংলাদেশ সংকটে মুখে পড়ছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উন্নয়ন শীল দেশগুলোর জন্য অস্তিত্বের সংকট তৈরি করছে যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য এবং জলবায়ু ন্যায় বিচার নিয়ে বিতর্কের জন্ম দেয়। জাতিসংঘ উন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক সহায়তা ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইরান ও ইসরাইল যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশের উপর প্রভাব ফেলেছে। এই যুদ্ধের আবহে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জ্বালানি সংকট যেমন দেখা দিয়েছে তেমনি বিশ্বের পরিবেশে ও জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। যেমন – শীত প্রধান দেশগুলো বর্তমানে গরমের দাবদাহে জ্বলছে, দুই মেরুঅঞ্চল ও আলাস্কা পর্বতের বরফ গলতে শুরু করেছে। যার ফলে সমুদ্র জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাব উপকূলবর্তী দেশগুলোর উপর পড়ছে যেমন

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

ভারতের ওড়িশা ও অন্ধ উপকূলের কিছু অংশ সমুদ্র জলের তলায় চলে গেছে। এই সংকটের মূলকারণ বা দায়ভার নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার: জলবায়ু পরিবর্তনে রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আমার এই গবেষণা প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য কার্যকরী কাঠামো প্রদান করে, কিন্তু বাস্তব জগতের কার্যকারিতা নির্ভর করে বিশ্বের প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির মাধ্যমে নিজ নিজ বাধ্যবাধকতা পালন করার উপর। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ দেশ একে অপরের সাথে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিস্থিতিতে সেই চুক্তির শর্ত মানতে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব একটি দেশকে বর্তমানে খাদ্যসংকটের পরিস্থিতির মুখোমুখি এনে দাঁড় করাতে পারে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনে কোথাও অতিবৃষ্টি আবার কোথাও খরা দেখা দিচ্ছে যা বিশ্বকে ভবিষ্যৎ-এ এক গভীর সংকটের সম্মুখীন করতে চলেছে।

Bibliography

- Basu G.K (2025), International Relations- Theory and Evolution, West Bengal State Book Board.
- Chattapadhyay A, (2018), International Relations after the cold war, West Bengal State Book Board.
- চক্রবর্তী D. (2002) রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, নিউসেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
- Dutta S.K (2025), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বরাজনৈতিক সংগঠন, পালক পাবলিশার্স।
- Erickson K H, (2015), International Relations: A Simple Introduction, Create Space Independent Publishing Platform.
- Giddens A, (2011), The Politics of Climate Change, Polity Press, Cambridge, UK.
- Mukhopadhayay. A, (2021), International Relations : Theories and Approaches, SAGE Publications, vol.1 India

———